সোমবার, ১৬ বৈশাখ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১২৫

নীচু তলার কর্মীদের ভাবা উচিত মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিকে গোঁজ প্রার্থী অন্যদিকে বিরোধীদের কোথাও কোথাও একগুঁয়ে মনোভাব। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই দুটিই এখন মূল মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। উদাহরণ হিসাবে শনিবারের দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই তা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে গোঁজ প্রার্থী মনোনয়ন না তোলায় প্রার্থীর খুঁটি হিসাবে পরিচিত এক ব্যক্তিকে বোমা মেরে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তিনি এলাকার পরিচিত তৃণমূল নেতা বলেই জানা গিয়েছে। এই খুনের ঘটনায় যাঁরা গ্রেফতার হয়েছে তারাও তৃণমূলেরই। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে কংগ্রেস দলের হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রিয়াঙ্কা ঘোষ। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূলের কয়েকজন। হুমকি ও শাসানির পর লাভ না হওয়ায় শনিবার প্রিয়াঙ্কাদেবীর শ্বশুর ও দেওরকে গুলি করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। এমনকি প্রার্থীর বাবার বাড়িতে বোমাবাজিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ইমাদুল হক গ্রেফতার হন। শুধুমাত্র এই দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হল। এরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ঘটেই চলেছে। আর এই দুটি ক্ষেত্রই ভাবিয়ে তুলছে এরাজ্যের শাসকদলকে। কারণ দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিতে দলের নীচু তলার নেতা কর্মীদের কুকর্মগুলির কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলছে বলে রাজনৈতিকমহলের একটা বড় অংশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সামনের বছরেই লোকসভা ভোট। তার আগে এধরণের কুঅভ্যাসগুলি দূর না করলে আখেড়ে যে বিরোধীদেরই লাভ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ে— বলরামের পিতার সঙ্গে কথা

বলরামের পিতার ভদ্রক প্রভৃতি উড়িষ্যার নানাস্থানে জমিদারী আছে ও তাঁহাদের বৃন্দাবন, পুরী, ভদ্রক প্রভৃতি নানাস্থানে দেবসেবা অতিথিশালা আছে। তিনি শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের কুঞ্জে তাঁহার সেবা লইয়া থাকিতেন।

বলরামের পিতা মহাশয় পুরাতন বৈষ্ণব। অনেক বৈষ্ণব ভক্তরা শাক্ত, শৈব ও বেদান্তবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি করেন না; কেহ কেহ তাঁহাদের বিদ্বেষ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরূপ সঙ্কীর্ণ মত ভালবাসেন না। তিনি বলেন যে বাকুলতা থাকিলে সব পথ, সব মত দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। অনেক বৈষ্ণবভক্ত বাহিরে মালা গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করেন কিন্তু ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা নাই। তাই বুঝি ঠাকুর বলরামের পিতা মহাশয়কে উপদেশ দিতেছেন।

(পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের বৈষ্ণববৈরাগীর ভেক গ্রহণ ও রামমন্ত্র গ্রহণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)— ভাবলাম কেন একঘেয়ে হব। আমিও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বৈরাগীর ভেক লয়েছিলাম; তিনদিন ঐ ভাবে ছিলাম। আবার দক্ষিণেশ্বরে রাম মন্ত্র লয়েছিলাম; **দীর্ঘ ফোঁটা, গলায় হীরা;** আবার ক'দিন পরে সব দূর ক'রে দিলাম।

(বলরামের পিতাকে শিক্ষা— 'ঈশ্বর সগুণ নির্গুণ, সাকার আবার নিরাকার')

"একজনের একটি গামলা ছিল। লোকে তার কাছে কাপড় ছোপাতে আসত। গামলায় রং গোলা আছে; কিন্তু যার যে রং দরকার ঐ গামলাতে কাপড় ডোবালেই সেই রং হ'য়ে যেত। একজন তাই দেখে অবাক হ'য়ে রংওয়ালাকে বল্‌ছে, এখন তুমি যে রংয়ে রঙেছে সেই রংটি আমায় দাও।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁর কাছে আসিবে ও চৈতন্য লাভ করিবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, "একটি গাছের উপর একটি বহুরূপী ছিল। একজন লোক দেখে গেল সবুজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখলো কালো, তৃতীয় ব্যক্তি হলদে; এইরূপ অনেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রং দেখে গেল। তারা পরস্পরকে বলছে, না জানোয়ারটি সবুজ। কেউ বলছে লাল, কেউ বলছে হলদে আর ঝঘড়া করছে।

দিনপঞ্জিকা

১৬ বৈশাখ, ভাঃ ১০ বৈশাখ, **৩০ এপ্রিল,** ১৬ বহাগ, সংবৎ ১৫ বৈশাখ সুদি, ১৩ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০। **সোমবার,** পূর্ণিমা প্রাতঃ ঘ ৫।৪৯ মিঃ। স্বাথীনক্ষত্র দিবা ঘ ২।২৩ মিঃ। অসৃক্‌যোগ দিবা ঘ ১০।১৫ মিঃ। ববকরণ, প্রাতঃ ঘ ৫।৪৯ গতে বালবকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৫৮ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে** –তুলারাশি শুদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ঘ ২।২৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**– দোষ নাই, দিবা ঘ ২।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**– বায়ুকোণে, প্রাতঃ ঘ ৫।৪৯ গতে পূর্ব্বে। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৪৬ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। **যাত্রা**–- মধ্যম, পূর্ব্বে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, প্রাতঃ ঘ ৫।৪৯ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিশেধ, দিবা ঘ ১০।১৫ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**– দিবা ঘ ১০।১৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন পুণ্যাহ শান্তিশ্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটারনির্ম্মাণ ও চালন। **বিবিধ**– প্রতিবদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ঘ ৫।৪৯ মধ্যে **গোস্বামীমতে মাধুবীপূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল যাত্রা। প্রাতঃ ঘ ৫।৪৯ গতে গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ হিন্দি জ্যৈষ্ঠ বদি আরম্ভ**। **অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ বৈশাখ, ভাঃ ১০ বৈশাখ, **৩০ এপ্রিল,** ১৩ শাবান, ১৬ বহাগ, উঃ ৫।০৮, অঃ ৫।৫৮, সোমবার, পূর্ণিমা প্রাতঃ ঘ ৫।৪৮, সেহ্‌রী শেষ ৩।৩৯, ইফতার ৬।০৭।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

যোজনা ডায়েরি

(২১ নভেম্বর–২০ডিসেম্বর, ২০১৭)

পর্ব ১

আন্তর্জাতিক

➲ মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে সার্বিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল ভারত। বিদেশ সচিব এস. জয়শঙ্কর গত ২০ ডিসেম্বর মায়ানমার সফরে গিয়ে একটি চুক্তিপত্র সই করেন। বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মায়ানমারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে এই চুক্তিপত্রে রাখাইন প্রদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই প্রদেশে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং এখান থেকে চলে যাওয়া মানুষদের ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে মায়ানমার সরকারকে সাহায্য করতে চায় ভারত। শরণার্থীরা ফিরে এলে তাদের জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাবও ভারত মায়ানমারকে দিয়েছে।

➲ পাকিস্তানের হাতে যে পরিমাণে ট্যাকটিক্যাল (ছোটো-খাটো) পরমাণু অস্ত্র আছে, তা শুধুই ভারতীয় উপমহাদেশের পক্ষে বিপজ্জনক নয়, যেকোনও মুহূর্তে তা এই অঞ্চলের যেকোনও যুদ্ধকে (কনভেনশন ওয়ার) পরমাণু যুদ্ধের স্তরে নিয়ে যেতে পারে। ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মার্কিন থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক সংস্থা, 'অ্যাটলান্টিক কাউন্সিল'-এর একটি রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। রিপোর্টের শিরোনাম, 'এশিয়া ইন দ্য সেকেণ্ড নিউক্লিয়ার এজ'। রিপোর্টে অবশ্য এও বলা হয়েছে, ট্যাকটিক্যাল পরমাণু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা থাকলেও ইসলামাবাদ এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে তেমন পরীক্ষানিরীক্ষা করেনি। তবে প্রচুর ট্যাকটিক্যাল পরমাণু অস্ত্র মজুদ রয়েছে পাকিস্তানের হাতে।

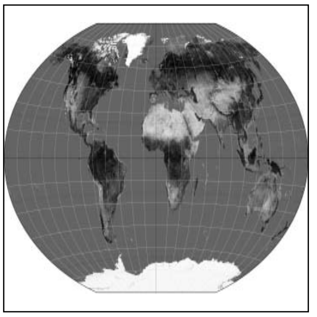

· **সমকামী বিয়ে বৈধ অস্ট্রেলিয়ায় :**

সমকামী বিয়ে আইনি বৈধতা পেল অস্ট্রেলিয়ায়। গত ৭ ডিসেম্বর হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রস পার্টি বিল পাস করে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালের এক রায়ে সমকামী বিয়েকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল অস্ট্রেলিয়ার আদালত। এবার তার উল্টো পথে হেঁটে বিশ্বের ২৫তম দেশ হিসেবে সমকামী বিয়ে বৈধ ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বের যেসব দেশে এখনও পর্যন্ত সমকামী বিয়ে বৈধতা পেয়েছে তার মধ্যে আর্জেন্তিনা, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, ফিলন্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, লাক্সেমবার্গ, মাল্টা, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং স্পেন অন্যতম।

উল্লিখিত ঘোষণার পর সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল বলেন, প্রতি অস্ট্রেলীয়বাসীর নিজস্ব মতামত রয়েছে এবং তার সব ক'টিই ঠিক। বিষয়টি নিয়ে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ ভোটাভুটিকে টার্নবুল 'সাম্যের পক্ষে ভোট' বলে আখ্যা দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল জর্জ ব্র্যাণ্ডিস জানিয়েছেন, ৯ ডিসেম্বর থেকে সমকামীরা বিয়ের জন্য আইনি নোটিস দেওয়া শুরু করতে পারবেন। নোটিস দেওয়ার ২৮ দিনের মাথায় তারা বিয়ে করতে পারবেন। অর্থাৎ প্রথম দিন নোটিস দিলে ৮ জানুয়ারি, ২০১৮-তেই সংঘটিত হতে পারে সেদেশের মাটিতে প্রথম সমকামী বিয়ে। ইতোমধ্যেই যেসব সমকামী অস্ট্রেলীয় মানুষজন নিউজিল্যাণ্ড, ব্রিটেন বা কানাডার মতো দেশগুলিতে গিয়ে বিয়ে করেছেন, এই আইন পাসের পর তাদের বিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের দেশেও বৈধতা অর্জন করবে।

· **সবচেয়ে শক্তিশালী সামমেরিন বানাল রাশিয়া :**

আরও বিধ্বংসী সাবমেরিন তৈরি করল রাশিয়া। 'বোরেই ২' শ্রেণির এই সাবমেরিনটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বলে দাবি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহলের। নাম 'দ্য নিয়াজ ভ্লাদিমির' বা 'প্রিন্স ভ্লাদিমির'। সেদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে মোট ৮টি এই শ্রেণির সাবমেরিন তৈরি করবে রাশিয়া। প্রায় ৬ হাজার মাইল বা ৯ হাজার ৩০০ কিলোমিটার দূরের কোনও লক্ষ্যবস্তুকে এক নিমেষে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে প্রিন্স ভ্লাদিমিরের। শুধু তাই নয়, একসঙ্গে ২০টি পরমাণু অস্ত্র ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তুকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে তা। সাবমেরিনগুলো এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, রাডারও সেগুলোকে চিহ্নিত করতে সক্ষম নয়। রাডার-এর চোখ এড়াতে সমুদ্রের ৪০০ মিটার গভীরেও অবাধে চলাচল করতে পারে। উত্তর রাশিয়ার সেভম্যাশ শিপইয়ার্ডে এই সাবমেরিন তৈরির কাজ শুরু হয় ২০১২ সালে। আগামী বছরই রুশ সেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে সেনা সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সবচেয়ে অত্যাধুনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন এই প্রিন্স ভ্লাদিমির। রাশিয়ার এই বোরেই শ্রেণির সাবমেরিনগুলো বুলাভা আরএসএম-৫৬ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলে সজ্জিত।

· **ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞায় সায় সুপ্রিম কোর্টের :**

সিরিয়া, ইরান, ইয়েমেন, লিবিয়া, সোমালিয়া ও চাদ-এর মতো ৬টি মুসলিম প্রদান দেশ থেকে আর কাউকেই আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তাতে সায় দিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্টও। অবশ্য কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তার কোনও কারণ দর্শানো হয়নি। শুধু বিষয়টি নিয়ে নিম্ন আদালতে যেসব মামলা চলছে, তার তড়িঘড়ি নিষ্পত্তি চেয়েছে শীর্ষ আদালত। নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যাপারে শীর্ষ আদালত ৯ জনের মধ্যে ৭ জন বিচারপতিই সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। তবে রায়ে একটি শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের বৈধতা আদায় করাটা জরুরি। ট্রাম্বের সংশোধিত এবং তৃতীয় দফার এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এখনও মামলা চলছে একাধিক নিম্ন আদালতে। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই সফর-নিষেধাজ্ঞা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই হোয়াইট হাউসে পা রাখার পর পরই ট্রাম্প প্রথম যে-নিষেধাজ্ঞায় সই করেছিলেন, তাতে ইরাকসহ ৭টি দেশের নাম ছিল। সবগুলিই মুসলিমপ্রধান। তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল দুনিয়াজুড়ে। ক্রমশ

শ্রীমা

ধর্মনিরপেক্ষতা, রাজনীতি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ

গদাধর রানা

POLITICS
SCI
POL
INTEREST
SHOW
PERCENT
INTENDENCE
POSITION
THEORY
MEDIA
LAW
FACTOR
STATE
CAMPAIGN
POLLS
POLITICAL
REGULATION
GOVERNMENT
DIPLOMACY

কোনোরকম কট্টর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা বিতর্ক ছাড়াই উক্ত শীর্ষবিষয়ে স্বীয় সমন্বয়ী তথা নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি সহ দু-এক কথার অবতারণা করতে চাই। বর্ত্তমানে আমাদের রাজ্যের ভিতরে/বাইরে, তৃণমূল সুপ্রিমো মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর তরফ হ'তে সর্বপ্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক নজর বা পদক্ষেপসহ আইনভিত্তিক প্রযুক্তি বা অনুশাসন ভালই বলবৎ আছে— এটা অনুভব করা যায়। তবুও তারই নিরিখে, স্থানীয় বা বৃহত্তর প্রশাসন, নির্বিশেষ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেও বাস্তবিকই কতটা গতিতে এগিয়ে চলেছেন তার বিচারের বা পরিমাপ করা ক্ষমতা এ প্রতিবেদকের নেই। অথচ, ইদানীংকালে গত কয়েকটি দিন ধ'রেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধর্ম ও রাজনীতির একীকরণের বিরুদ্ধে মতামত প্রসঙ্গ, ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ সম্পর্কে যথাক্রমে কম বেশি বিভিন্ন রাজনৈতিক বৃত্তের কেন্দ্র হ'তে শান্তাশান্ত উপস্থাপনাভিত্তিক বক্তব্য লক্ষ্য করছি। যদিও এই ফাঁকেই বলে নিতে চাই---এ রাজ্যের মূল কর্ণধার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জীর নিখুঁত ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্ত্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্পূর্ণ আস্থাশীল। এতে আমি সংশয়াতীত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আসলে এ সমাজের বুকে স্ব স্ব মতাদর্শসহ একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রভাবহেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত বা অভিরুচি চরিতার্থ করার জন্য অগ্রণী, সেকারণে প্রকৃতই কোন্‌টি ভাল বা কোন্‌টি জনকল্যাণমুখী বা কোন্ মতাদর্শটি মন্দ—তা প্রায়ই সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের এক্তিয়ারের বাইরেই থেকে যায়।

বলাই বাহুল্য, অধুনা পৃথিবীতে দেশ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা ত্রিবিধা বিভক্ত— (১) ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র (২) ধর্মনৈর্ব্যক্তিক রাষ্ট্র এবং (৩) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। প্রথমের দুটির কোনোটিই উৎসাহব্যঞ্জক নয়, অনেকটাই ধ্বংসাত্মক। এদের কোনোটিই প্রকৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপযোগী ব্যবস্থা হ'য়ে উঠতে পারেনি, গড়ে ঐ দু'টিই ধর্মভিত্তিক সমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করে। সেই তুলনায়, গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানসম্মত ঘোষণানুযায়ী সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষাতাযুক্ত রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রব্যবস্থা, সব মতকেই সমদৃষ্টিতে স্বীকার করার কারণেই বৃহৎ জনচেতনার জাগরণের মূলে জনকল্যাণমুখী হওয়ার দাবি করলেও, আসলে দুরন্ত রাজনৈতিক সাম্যহীনতার এই যুগে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা স্বীয় দলভিত্তিক ধর্মাচরণের স্বাধীনতাটুকুকেই স্বীকার করে, আর তখনই কিন্তু রাষ্ট্রে বা রাজ্যের আচরিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে সরকারিভাবে ঘোষিত সঠিক নিরপেক্ষতার দাবিদার হয়না। সেকারণেই মনে হয় ---সুস্থ রাজনীতি হতে ধর্মাচরণকে বাদ দেবার দৃষ্টিতে দেখার জন্য মনেপ্রাণে অনেকেই না চাইলেও রাজনীতি ও ধর্ম দুটি বিষয়ই পৃথক পদবাচ্য হ'য়ে যেতে চায়। তার ফল কী দাঁড়ায়? ফল দাঁড়ায় ---তখনই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিবাদ, একই দলের গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর অসহিষ্ণুতাই প্রকট হয়ে ওঠে— রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে প্রকৃত ধর্মবোধের ছোঁয়া নৈব নৈব চ হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতই গণতান্ত্রিক রাজ্যে বা দেশে শুদ্ধ স্তরের জনকল্যাণমুখী রাজনীতি বা দলতন্ত্রবিহীন রাজনীতি হ'তে কখনই মানবতাবাদভিত্তিক ধর্মবোধ বিচ্যুত হ'তে পারে না। অথচ বর্ত্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার চরণ দুখানি বোধ হয় সঠিক সনাতন তথা ঐকান্তিক মতাদর্শবাহী পথ ধরে চলছে না। এর প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ন্যূনতমও বিকৃতি ঘটে সার্বিক গণতান্ত্রিকতার অমূল্য বেদীমূলে আঘাত করছে। আমার মনে হয়—এক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষা ও মূল্যবোধও ধাক্কা খাচ্ছে কমবেশি।

আবার, অন্যদিকে বলা যাক্ কোনো রাজনৈতিক দলকেই আহত করা /আঘাত করা বা নগণ্য জ্ঞান করা এই প্রতিবেদকের ন্যূনতমও উদ্দেশ্য নয়, তা নিয়েই শুনতে হয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বা ধর্মীয় বিভাজন (Communal Polarisation) বিষয়টিও অবতারণা যদি বর্তমানে এদেশের অন্দরে সত্যিই এতটুকুও ঘটতে থাকে তাহলে তাও কিন্তু কোনো মতেই ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবমূর্তির ধার দিয়েও যাচ্ছে না। ফলে, মোটের উপর সব দিক লক্ষ্য ক'রেই যুক্তি বা অনুভবে দেখা যাচ্ছে---নামে ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক জনমোহিনী রাজনীতি বা সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরির রাজনীতি ---এদের কোনোটিই রাষ্ট্রের বা ক্ষুদ্রবৃহৎ সমাজের অনেক মানুষেরই কল্যাণদায়ী ফল প্রসব করতে অনেকটাই ব্যর্থতার পথে চলেছে ব'লেই মনে হয়। আসলে, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর ময়দানে রাজনীতির আলোর-আঁধারের খেলা থাকলেও আসলে সকল স্তরে প্রায় মানুষেরই ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির বড়ই অভাব এখন। আবার বলি—ধর্মকেই অপমানিত করা এ প্রতিবেদকের আদৌ অভিরুচি নয়। প্রায় কিছু কিছু প্রচলিত রাজনীতির চরিত্রই বরং অনাকাঙ্খিত মৌলবাদের ধ্যান-ধারণার মতো হ'য়ে দেশের আভ্যন্তরীণ ময়দানে একটা সম্ভাব্য ভেদবিভেদের এবং অসহিষ্ণুতার গতিমুখের সম্ভাব্য জন্ম দিচ্ছে। যা দলমত, পথ নির্বিশেষে সার্বজনীন দৃষ্টিতে আদৌ ধর্মনিরপেক্ষতা বোধের বোধ হয় দাবিদার হ'তে পারছে না--- তা যদি হয় তা অবশ্যই দুর্ভাগ্যনজক।

এক্ষণে বলি--- দেশের প্রশাসনিক খুঁটিকে শক্ত করতে তামাম ভোটার বা জনগণের মানসলোক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যাশায় ভোটদান বিষয়টি নিশ্চিতই অধিকার হিসাবেই চায়, অমলিন রাজনীতির বাতাবরণকেও অবশ্যই তারা চায়। কিন্তু তা যেন নৈতিক বা মানবিক ধর্মদ্বারা পুষ্ট রাজনীতি হয় তবেই এ সমাজের বুকে যখনই যে সরকারই অধিষ্ঠিত হোন্ না কেন, চিরকালীন সংশয়হীনতাসহ একটা স্থায়ী শান্তি সততই বিরাজ করতে সক্ষম হবে, হবেই। সমাজেই নারীকুলের সার্বিক নিরপত্তা, সম্মান ও অধিকার সুরক্ষিত হ'য়ে আমাদের এই বাংলা সত্যিই বিশ্ববাংলার রূপ নিয়ে ক্রমেই এগিয়ে যাবে—পিছনে তাকানোর প্রয়োজন হবে না। তখন এই সমাজটাই হবে পূর্ণ জাতীয়তাবাদের পুণ্য পীঠস্থান। প্রাচীন ভারতের অংশীদার হ'য়ে সার্বিক যশ ও মহিমা সম্বন্ধে বাঙালি সমাজ সচেতনতা ও গর্ববোধ করবে। এককথায়, নবজাগরণের আলোয় দেশের ঘরে বাইরে প্রতিটি মানুষের অন্তরই আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক বিজ্ঞানের আলোর স্পর্শে ধন্য হবে, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সবার কর্মের সঙ্গে সনাতন ধর্মের সর্বক্ষেত্রেই একটা সুষম সমন্বয় সাধিত হবে। ব্যাস, বাল্মিকী, কাশীদাস, শংকর, হজরত, ভবভূতি, শূদ্রক, পানিনী তথা কৌটিল্য প্রমুখ মহাজনদের সেই ভারতবর্ষ আবার উঁকি দেবে, দেবেই— সারা দেশ জুড়ে সুস্থ এক জীবনদর্শন তৈরি হবে। অন্তর্জীবনের সকল বাধা হবে অপসারিত। স্বাধীন চিন্তার অভাবে মানুষের জীবনে ঘনীভূত সমস্যা দূরীভূত হবে---ভালোবাসা ও বিশ্বাসের নব মনুষ্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজটাই হবে আরও আরও প্রকৃষ্ট সংস্কৃতি ও কৃষিসম্পন্ন সমাজ। সর্বশেষ কামনা---নানা প্যাঁচ পয়জারের আবর্তে প'ড়ে ত্যাগধর্মিতা ও মুখকে ঢেকে অজীর্ত্রিত মৌলবাদ আশ্রয় না পায়। সমাজ হোক সবার সমান। সবে সুখিমঃ ভবন্তু, সর্বস্তু নিরাময়ঃ।

সম্পাদক সমীপেষু

পিতা ও মাতাই আমাদের কাছে আদর্শের প্রতীক

একটা ঘর একেবারে সাজানো গোছানো রয়েছে। ঘরটার মধ্যে কোনো কিছুর অভাব নেই। যা-যা মনের বাসনা ছিল, সবটাই ঘরের মধ্যে রয়েছে। এই ঘরটা খুব সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে। এর মূলে রয়েছে আমাদের আন্তরিকতা আর প্রাণভরা ভালোবাসা। তারই কারণে একটা ঘর সুন্দর ও মনোরম হয়ে উঠেছে। এই যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে সেটা কোথা থেকে এসেছে? এটা তো কোনো দোকানে কিনতে গেলে পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না। এই আন্তরিকতা ও ভালোবাসাটাকে হৃদয় থেকে সৃষ্টি করতে হয়। একটা হৃদয়ই এই ভালোবাসার পথটাকে দেখিয়ে দেয়। আমাদের সেই ঘরটাকে সাজিয়ে তোলে আমাদের পিতা ও মাতা। তাঁদের থেকেই আমরা শিখে নিই আন্তরিকতা কাকে বলে। কাকে বলে ভালোবাসা। তাঁরাই আমাদের শিখিয়ে দেন, একটা মানুষের সাথে কীভাবে চলতে হবে, কিভাবে কথাগুলো বলতে হবে। সেই পথটাই যে আমাদের আদর্শের পথ। সেই পথে চলতে পারলেই একদিন আমরাও বুঝতে পারবো কাকে বলে ভালোবাসা। সবকিছু থাকবে ওই সাজানো ঘরটায়। সেখানে যদি পিতা ও মাতা না থাকে, তবে ঘরটা বড় বেমানান হয়ে যায়। কারণ তাঁরাই আদর্শের প্রতীক হিসাবে আমাদের যে এই জগতের আলোটা দেখিয়েছেন। তাঁদের জন্যই আমরা বড় হয়েছি, তাঁদের জন্যই সমাজে একটা পরিচয় পেয়েছি। এই কথাগুলো মনে রাখা সবার আগে প্রয়োজন থাকে। যারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের পিতা ও মাতাকে, আজ তারা অনুভব করতে পেরেছে কী হারিয়ে ফেলেছি। যাদের পাশে আজও পিতা ও মাতা রয়েছেন, আজ তারা বলতে পারে আমরা খুবই ভাগ্যবান। আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের পিতা ও মাতা। একটা ঘরকে যাঁরা সাজিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের আদর্শ ও ভালোবাসা পেয়েই আজ মানুষ হতে পেরেছি। তাই পিতা ও মাতাই আমাদের কাছে আদর্শের প্রতীক।

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়